

সংস্কৃত

ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সংস্কৃত

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মাধবী চন্দ

ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল

ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য

নিরঞ্জন অধিকারী

প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৯৬

পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৮

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ষষ্ঠ শ্রেণির সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকটি যদিও বাংলা হরফে লিখিত কিন্তু এর ভাষা সংস্কৃত। পুস্তকটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বেদ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অবিনাশী শ্লোক ও স্তোত্রের অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। সমাজের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য পুস্তকটিতে হিন্দুধর্মের আদর্শিক গল্প সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটিতে প্রয়োজনীয় ও সহজ ব্যাকরণও সংযোজন করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শিক্ষায় সহায়ক হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লাস্তিকর অনুষ্ণ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রথমঃ ভাগঃ		
প্রথমঃ পাঠঃ	বর্ণপরিচয়ঃ	১
দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ	বিশেষ্যপদপ্রয়োগঃ	৯
তৃতীয়ঃ পাঠঃ	বিশেষণপদপ্রয়োগঃ	১১
চতুর্থঃ পাঠঃ	সর্বনামপদপ্রয়োগঃ	১৩
পঞ্চমঃ পাঠঃ	অব্যয়পদপ্রয়োগঃ	১৫
ষষ্ঠঃ পাঠঃ	কারকবিভক্তিপ্রয়োগঃ	১৭
সপ্তমঃ পাঠঃ	ঈশ্বরঃ	১৯
অষ্টমঃ পাঠঃ	মাতাপিতরৌ	২০
নবমঃ পাঠঃ	গুরুভক্তিঃ	২২
দশমঃ পাঠঃ	বাংলাদেশস্য শরৎকালঃ	২৩
একাদশঃ পাঠঃ	বাংলাদেশঃ	২৫
দ্বাদশঃ পাঠঃ	নীলবর্ণশৃগালকথা	২৭
ত্রয়োদশঃ পাঠঃ	মুনি-মূষিক-কথা	২৯
চতুর্দশঃ পাঠঃ	কাক-বর্তক-কথা	৩১
পঞ্চদশঃ পাঠঃ	নীতিশোকাঃ	৩৩
দ্বিতীয় ভাগ		
প্রথম পাঠ	শব্দরূপ	৩৫
দ্বিতীয় পাঠ	ধাতুরূপ	৪০
তৃতীয় পাঠ	পদপ্রকরণ	৪৪
চতুর্থ পাঠ	লিঙ্গপ্রকরণ	৪৭
পঞ্চম পাঠ	কারক	৪৯
অভিধানিকা		৫১

प्रथमः भागः
प्रथमः पाठः
वर्णपरिचयः

वर्णपरिचयः

स्वरवर्णाः स्वरवर्णाः

अ

अ

आ

आ

इ

इ

ई

ई

उ

उ

ऊ

ऊ

ऋ

ऋ

ॠ

ॠ

ऌ

ऌ

ए

ए

ऐ

ऐ

ओ

ओ

औ

औ

व्यञ्जनवर्णाः

क
क

ख
ख

ग
ग

घ
घ

ङ
ङ

च
च

छ
छ

ज
ज

झ
झ

ञ
ञ

ट
ट

ठ
ठ

ड
ड

ढ
ढ

ण
ण

त
त

थ
थ

द
द

ध
ध

न
न

प
प

फ
फ

ब
ब

भ
भ

म
म

य
य

र
र

ल
ल

व
व

श
श

ष
ष

स
स

ह
ह

॰

००

॰

মাত্রারূপাণি

মাত্রার আকৃতি

। ि िी ॆ ॆ ॆ ॆ ॆ ॆ ॆ ॆ
। ि िी ॆ ॆ ॆ ॆ ॆ ॆ ॆ ॆ

স্বরবর্ণযোগঃ

স্বরবর্ণযোগঃ

ক্ + অ = ক

ক্ + অ = ক

ক্ + ঈ = কি

ক্ + ঈ = কি

ক্ + উ = কু

ক্ + উ = কু

ক্ + ঋ = কৃ

ক্ + ঋ = কৃ

ক্ + এ = কে

ক্ + এ = কে

ক্ + আ = কা

ক্ + আ = কা

ক্ + ঈ = কী

ক্ + ঈ = কী

ক্ + উ = কু

ক্ + উ = কু

ক্ + ঋ = কৃ

ক্ + ঋ = কৃ

ক্ + এ = কৈ

ক্ + এ = কৈ

क् + ओ = को

क् + ऌ = कौ

क + ं = कां

क + ः = कः

र + उ = रु

र + ऌ = रौ

ह + उ = हु

ह + ऌ = हौ

क् + औ = कौ

क् + ऌ = कौ

क + ० = कः

क + ० = कः

र + ऊ = रू

र + ऌ = रू

ह + ऊ = हू

ह + ऌ = हू

संयुक्तवर्णाः

संयुक्त वर्णसमूह

अ-योगः

य-योगः

क्य ख्य ग्य घ्य च्य छ्य ज्य

क्य ख्य ग्य घ्य च्य छ्य ज्य

ट्य ठ्य ड्य ढ्य ण्य त्य थ्य

ट्य ठ्य ड्य ढ्य ण्य त्य थ्य

ৱ-যোগঃ
র-যোগঃ

ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ
ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ
ন	ত	দ	ধ	প	ফ	ব	ম
ন	ত	দ	ধ	প	ফ	ব	ম

ল-যোগঃ
ল-যোগঃ

ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ
ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ

ব-যোগঃ
ব-যোগঃ

ক	খ	ঘ	চ	জ	ত	ধ	ম
ক	খ	ঘ	চ	জ	ত	ধ	ম

ণ-যোগঃ
ণ-যোগঃ

ণ	ষ	ম
ণ	ষ	ম

ন-যোগঃ
ন-যোগঃ

ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ
ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ

ম-যোগঃ
ম-যোগঃ

कम गम डम णम नम दम धम
কম গম ডম ণম নম দম ধম

র্-যোগঃ
রেফ-যোগঃ

क र्क र्व ग र्ग घ र्घ च र्च ज र्ज ऋ
ক র্ক র্ব গ র্গ ঘ র্ঘ চ র্চ জ র্জ ঋ
ण र्ण त र्त्थ ध र्ध न र्ण प र्प व र्ब
র্ণ র্ণ ত র্ৎথ ধ র্ধ ন র্ণ প র্প ব

•-যোগঃ
ং-যোগঃ

कं गं मं शं सं हं
কং গং মং শং সং হং

◌-যোগঃ
ঃ-যোগঃ

कः गः शः सः मः हः
কঃ গঃ শঃ সঃ মঃ হঃ

मिश्रसंयोगः (मिश्रसंयोगः)

দুই বর্ণের-

क क्त क्ष ग्द ग्ध ड्ङ ड्ङ्ङ
ক ক্ত ক্ষ গ্দ গ্ধ ড্ঙ্ ড্ঙ্ঙ্

চ্চ চ্চ শ্চ জ্জ জ্জ হ্র হ্র স্ব স্ব

চ চ্চ ঞ জ্জ জ্জ জ্জ শ্চ শ্চ

হ্র হ্রা ণ ণ্ড ণ্ড ত ত্বে

উ ড়া ঠ ড় ণ্ড ত্বে থ

তিন বর্ণের -

ক্র ক্র্য ণ্ণ ণ্ণ ণ্ণ ণ্ণ গ্গ

ক্র ক্র্য ণ্ণ ণ্ণ ণ্ণ ণ্ণ ণ্ণ

জ্জ্য জ্জ্য চ্চ চ্চ জ্জ ল

জ্জ্য জ্জ্য চ্চ চ্চ জ্জ ল

সংখ্যা -

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

অনুশীলনী

- ১। বাংলা প্রতিবর্ণীকরণসহ দেবনাগরী স্বরবর্ণ লেখ।
- ২। দেবনাগরী লিপিতে ব্যঞ্জনবর্ণ লেখ।
- ৩। নিচের দেবনাগরী বর্ণগুলো বাংলা বর্ণে লেখ :-

म ऋ ह घ म हा र

- ৪। নিচের বাংলা বর্ণগুলো দেবনাগরী লিপিতে লেখ :-

ঈ ঋ ঐ ঋ ণ ত ষ

- ৫। দেবনাগরী লিপিতে লেখ :-

थ क्र फ्र ह्र ष द्य द्य

- ৬। সঠিক বর্ণ/সংখ্যাটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :-

क्य = क्म क क्य क्र

ष = ध ह षा हं

ग = ण ध ष ण

१६ = १७ १५ १९ १६

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

বিশেষ্যপদপ্রয়োগঃ

(ক) পুংলিঙ্গ-বিশেষ্যপদানি

একবচনম্	দ্বিবচনম্	বহুবচনম্	একবচনম্	দ্বিবচনম্	বহুবচনম্
ছাত্রঃ	ছাত্রৌ	ছাত্রাঃ	সাধুঃ	সাধু	সাধবঃ
খগঃ	খগৌ	খগাঃ	গুরুঃ	গুরু	গুরবঃ
কবিঃ	কবী	কবয়ঃ	ভ্রাতা	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতরঃ
মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ			

(খ) স্ত্রীলিঙ্গ-বিশেষ্যপদানি

একবচনম্	দ্বিবচনম্	বহুবচনম্	একবচনম্	দ্বিবচনম্	বহুবচনম্
লতা	লতে	লতাঃ	ধেনুঃ	ধেনু	ধেনবঃ
নদী	নদ্যৌ	নদ্যঃ	মাতা	মাতরৌ	মাতরঃ
দেবী	দেব্যৌ	দেব্যঃ			

(গ) ক্লীবলিঙ্গ-বিশেষ্যপদানি

একবচনম্	দ্বিবচনম্	বহুবচনম্	একবচনম্	দ্বিবচনম্	বহুবচনম্
ফলম্	ফলে	ফলানি	কমলম্	কমলে	কমলানি
বনম্	বনে	বনানি	নয়নম্	নয়নে	নয়নানি
পত্রম্	পত্রে	পত্রাণি			

দ্রষ্টব্য : কোন কিছুর নামকে বিশেষ্যপদ বলা হয়। যেমন- বালকঃ, শিক্ষকঃ, বালিকা, লতা, জলম্, ফলম্ ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় বচন তিন প্রকার—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

একবচন : একটি মাত্র সংখ্যা বোঝালে হয় একবচন। যেমন- বালকঃ, চন্দ্রঃ, ফলম্, পুষ্পম্, বালিকা, নদী ইত্যাদি।

দ্বিবচন : দুটি সংখ্যা বোঝালে হয় দ্বিবচন। যেমন- বালকৌ, চন্দ্রৌ, ফলে, পুষ্পে ইত্যাদি।

বহুবচন : দুয়ের অধিক সংখ্যা বোঝালে বহুবচন হয়। যেমন- বালিকাঃ, ফলানি, পুষ্পাণি, মাতরঃ ইত্যাদি।

শব্দার্থ : ছাত্রৌ- দুজন ছাত্র, কবয়ঃ- কবিগণ, গুরবঃ- গুরুগণ, নদ্যঃ- নদীগুলো, কমলে-দুটি পদ্ম, পত্রে-দুটি পাতা, নয়নানি- চোখগুলো।

অনুশীলনী

- ১। নিম্নলিখিত পদগুলোর বাংলা অর্থ কর :-
ছাত্রাঃ, খগৌ, মুনী, গুরবঃ, ভ্রাতরঃ, লতাঃ।
- ২। নিচের পদগুলোর বচন নির্ণয় কর :-
ছাত্রৌ, খগাঃ, সাধু, ভ্রাতরঃ, দেবৌ, নদ্যঃ।
- ৩। নিচের পদগুলোর লিঙ্গ নির্ণয় কর :-
লতা, বনম্, ছাত্রঃ, দেবী, পত্রম্, ভ্রাতা।
- ৪। দেবনাগরী অক্ষরে লেখ :-
ছাত্রাঃ, মুনয়ঃ, গুরুঃ, ভ্রাতরঃ, দেব্যঃ, পত্রাণি।
- ৫। নিচের পদগুলোর বাংলা অর্থ বল :-
ধেনবঃ, সাধুঃ, কবয়ঃ, ভ্রাতরৌ, নদ্যৌ, কমলে, ফলম্।
- ৬। সংস্কৃত ভাষায় বচন কয় প্রকার ও কি কি?
- ৭। বামপাশে সংস্কৃত পদ ও ডান পাশে সেগুলোর বাংলা অর্থ এলোমেলো ভাবে দেয়া আছে।
সংস্কৃত পদগুলোর পাশে বাংলা অর্থ সাজিয়ে লেখ।
- | | |
|--------|------------|
| সাধু | দুটি নদী |
| ছাত্রঃ | বীণাগুলি |
| নদ্যৌ | একটি বন |
| বীণাঃ | দুইজন সাধু |
| বনম্ | একজন ছাত্র |
- ৮। সঠিক উত্তরটি লেখঃ
- (ক) একজন ছাত্র —
- | | |
|--------------|---------------|
| (i) ছাত্রৌ | (ii) ছাত্রান্ |
| (iii) ছাত্রঃ | (iv) ছাত্রাঃ |
- (খ) দুইজন সাধু —
- | | |
|-------------|-------------|
| (i) সাধবঃ | (ii) সাধু |
| (iii) সাধুঃ | (iv) সাধুম্ |
- (গ) নদীগুলি —
- | | |
|-------------|------------|
| (i) নদী | (ii) নদ্যৌ |
| (iii) নদীম্ | (iv) নদ্যঃ |
- (ঘ) দুটি চোখ —
- | | |
|---------------|-------------|
| (i) নয়নম্ | (ii) নয়নে |
| (iii) নয়নানি | (iv) নয়নেন |

তৃতীয়ঃ পাঠঃ

বিশেষণপদপ্রয়োগঃ

বিনীতঃ ছাত্রঃ । বিনীতো ছাত্রো । বিনীতাঃ ছাত্রাঃ ।

শ্বেতঃ হংসঃ । শ্বেতো হংসো । শ্বেতাঃ হংসাঃ ।

ধূর্তঃ শৃগালঃ । ধূর্তো শৃগালো । ধূর্তাঃ শৃগালাঃ ।

চঞ্চলঃ শিশুঃ । চঞ্চলো শিশুঃ । চঞ্চলাঃ শিশবাঃ ।

সুশীলা বালিকা । সুশীলে বালিকে । সুশীলাঃ বালিকাঃ ।

মধুরা ভাষা । মধুরে ভাষে । মধুরাঃ ভাষাঃ ।

শুষ্কা লতা । শুষ্কে লতে । শুষ্কাঃ লতাঃ ।

পরমম্ মিত্রম্ । পরমে মিত্রে । পরমাণিমিত্রাণি ।

উজ্জ্বলম্ নক্ষত্রম্ । উজ্জ্বলে নক্ষত্রে । উজ্জ্বলানি নক্ষত্রাণি ।

জীর্ণম্ বস্ত্রম্ । জীর্ণে বস্ত্রে । জীর্ণানি বস্ত্রাণি ।

রক্তম্ কমলম্ । রক্তে কমলে । রক্তানি কমলানি ।

একঃ বৃক্ষঃ । দ্বৌ বৃক্ষৌ । ত্রয়ঃ বৃক্ষাঃ । একম্ ফলম্ । দ্বৈ ফলে । ত্রীণি ফলানি ।

একা কন্যা । দ্বৈ কন্যে । তিস্রঃ কন্যাঃ । পঞ্চঃ বাণাঃ । যট্ ঋতবঃ । অষ্টৌ বসবঃ । নব গ্রহাঃ ।

শতম্ ফলানি । দশ দিশঃ । বিংশতিঃ পুরুষাঃ ।

বি.দ্র. সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি ও যে বচন হয়, নাম বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ ও সেই বচন হয় । এ বিষয়ে নিচের শোকটি মনে রাখা প্রয়োজন :

“বিশেষ্যস্য হি যলিঙ্গং বিভক্তিবচনে চ যে । তানি সর্বাণি যোজ্যানি বিশেষণপদেষুপি ॥”

শব্দার্থঃ শ্বেতঃ-সাদা, সুশীলা-সচ্চরিত্রা । ভাষাঃ-ভাষাগুলো । মিত্রম্-বন্ধু । রক্তম্-লাল । তিস্রঃ-তিন (স্ত্রীলিঙ্গ) ।

নব-নয় । বিংশতিঃ-বিশ ।

অনুশীলনী

১। বাংলায় অনুবাদ কর :-

শ্বেতাঃ হংসাঃ । চঞ্চলো শিশুঃ । মধুরাঃ ভাষাঃ ।

পরমে মিত্রে । ত্রয়ঃ বৃক্ষাঃ । তিস্রঃ কন্যাঃ ।

পঞ্চঃ বাণাঃ । বিংশতিঃ পুরুষাঃ ।

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :-

দুজন বিনীত ছাত্র। দুটি শুকনো লতা। একটি ছেঁড়া কাপড়। ছয় ঋতু। নয়টি গ্রহ। দশ দিক

৩। পাঁচটি বিশেষণ পদের বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

৪। নাম বিশেষণের ব্যবহারবিষয়ে শোকটি মুখস্থ লেখ।

৫। নিচের পদগুলোর মধ্যে কোনটি বিশেষ্য ও কোনটি বিশেষণ বল :

শ্বেতাঃ, শিশবঃ, বালিকাঃ, মধুরে, জীর্ণম্, বৃক্ষঃ, রক্তানি, বীণাঃ, দশ।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :-

(ক) ----- শৃগালঃ।

(খ) ----- বালিকাঃ।

(গ) ----- কমলানি।

(ঘ) ----- ঋতবঃ।

(ঙ) ----- ফলানি।

(চ) ----- পুরুষাঃ।

৭। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) বিনীতঃ ছাত্রঃ- এর অর্থ -

(i) দুজন বিনীত ছাত্র

(ii) তিনজন বিনীত ছাত্র

(iii) একজন বিনীত ছাত্র

(iv) পাঁচজন বিনীত ছাত্র

(খ) শ্বেতাঃ হংসাঃ- এর অর্থ -

(i) সাদা হাঁসগুলো

(ii) দুটি সাদা হাঁস

(iii) একটি সাদা হাঁস

(iv) তিনটি সাদা হাঁস

(গ) কোনটি শুদ্ধ বল -

(i) চঞ্চলঃ শিশুঃ

(ii) চঞ্চলেঃ শিশু

(iii) চঞ্চলাঃ শিশু

(iv) চঞ্চলঃ শিশবঃ

(ঘ) একশ ফল—এর সংস্কৃত অনুবাদ -

(i) শতং ফলাঃ

(ii) শতানি ফলম্

(iii) শতং ফলানি

(iv) শতৈঃ ফলৈঃ

(ঙ) পাঁচটি বাণ- এর সংস্কৃত অনুবাদ -

(i) পঞ্চ বাণাঃ

(ii) পঞ্চ বাণাঃ

(iii) পঞ্চঃ বাণা

(iv) পঞ্চম্ বাণাঃ

চতুর্থঃ পাঠঃ

সর্বনামপদপ্রয়োগঃ

অহম্ পঠামি । আবাম্ পঠাবঃ । বয়ম্ পঠামঃ । ত্বম্ পঠসি । যুবাম্ পঠথঃ । যূয়ম্ পঠথ । সঃ পঠতি । তৌ পঠতঃ ।
তে পঠন্তি । মম গৃহম্ । অস্মাকম্ বিদ্যালয়ঃ । যুস্মাকম্ গৃহেষু । তস্য পুত্রাঃ । তেষাম্ পুস্তকানি । অয়ম্ আশ্রমঃ ।
ইদম্ নগরম্ । ইয়ম্ বালিকা । এতানি পুষ্পাণি । এতৎ পুষ্পম্ । এষঃ দীপঃ । কস্য আলয়ঃ । জননী সর্বেষাম্
পূজনীয়া ।

শব্দার্থ : মম-আমার । অস্মাকম্-আমাদের । তস্য- তার । অয়ম্-এই । কস্য-কার । এষঃ-এই । সর্বেষাম্-
সকলের ।

[মম, অস্মাকম্, তস্য, অয়ম্, কস্য, এষঃ, সর্বেষাম্ প্রভৃতি সর্বনাম পদ ।]

অনুশীলনী

১। বাংলায় অনুবাদ কর :-

(ক) বয়ম্ পঠামঃ । (খ) তৌ পঠতঃ । (গ) অস্মাকম্ বিদ্যালয়ঃ । (ঘ) যুস্মাকম্ গৃহেষু । (ঙ) ইয়ম্
বালিকা । (চ) এষঃ দীপঃ । (ছ) জননী সর্বেষাম্ পূজনীয়া ।

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :-

(ক) আমি পড়ি । (খ) আমাদের বিদ্যালয় । (গ) তাঁর পুত্রগণ । (ঘ) তাদের বইগুলো । (ঙ) কার বাড়ি ।

৩। পাঁচটি সর্বনাম পদের সাহায্যে বাক্য রচনা কর ।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-

- (ক) আবাম্ পঠাবঃ—বাক্যের অর্থ কি?
(খ) ‘অস্মাকম্’ পদের অর্থ কি?
(গ) এটি নগর—এই বাক্যের সংস্কৃতানুবাদ কি?
(ঘ) ‘সর্বেষাম্’ কোন পদ?
(ঙ) ‘তেষাম্’ কোন পদ?
(চ) এতৎ পুষ্পম্—বাক্যের অর্থ কি?
(ছ) কার বাড়ি—সংস্কৃতানুবাদ কি?

৫। নিচের বাক্যগুলোর অন্তর্গত সর্বনাম পদসমূহের নিচে দাগ দাও :-

(ক) যুবাম্ পঠথঃ । (খ) যুস্মাকম্ গৃহেষু । (গ) এতৎ পুষ্পম্ । (ঘ) এতানি পুষ্পাণি (ঙ) এষঃ দীপঃ ।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :-

- (ক)পঠসি । (খ).....পঠতঃ । (গ).....বিদ্যালয়ঃ ।
 (ঘ).....বালিকা । (ঙ).....আলয়ঃ ।

৭। সঠিক উত্তরটি লেখ :-

(ক) 'অহম্' একটি-

- | | |
|------------------|-----------------|
| (i) ক্রিয়াপদ | (ii) সর্বনাম পদ |
| (iii) বিশেষ্য পদ | (iv) অব্যয় পদ |

(খ) 'কস্য' পদের অর্থ-

- | | |
|-----------|-----------|
| (i) কাদের | (ii) কাকে |
| (iii) কার | (iv) কারা |

(গ) 'তে পঠন্তি' বাক্যের অর্থ-

- | | |
|---------------|----------------|
| (i) আমি পড়ি | (ii) তুমি পড় |
| (iii) সে পড়ে | (iv) তারা পড়ে |

(ঘ) 'যুয়ম্ পঠথ' বাক্যের অর্থ-

- | | |
|----------------|---------------------|
| (i) তোমরা পড় | (ii) তোমরা দুজন পড় |
| (iii) তুমি পড় | (iv) আমি পড়ি |

(ঙ) 'সর্বেষাম্' পদের অর্থ-

- | | |
|--------------|--------------|
| (i) তোমার | (ii) সকলের |
| (iii) আমাদের | (iv) তোমাদের |

পঞ্চমঃ পাঠঃ

অব্যয়পদপ্রয়োগঃ

ভবান্ অত্র আগচ্ছতু । তুম্ এব মাতা । কদাপি মিথ্যা মা বদ । সদা সত্যং বদেৎ । তত্র একঃ মুনিঃ বসতি । মা দিবা নিদ্রাম্ গচ্ছ । নমঃ শ্রীগুরবে । গ্রামম্ নিকষা নদী । সঃ গৃহাৎ বহিঃ গচ্ছতি । প্রাতঃ ভ্রমণম্ কুরু । দুঃখম্ বিনা সুখম্ ন ভবতি । শনৈঃ বহতি বায়ুঃ । পিতা পুত্রেন সহ গচ্ছতি । কুত্র তে গৃহম্? গ্রামম্ অভিতঃ নদী । বৃক্ষস্য অধঃ সাধুঃ তিষ্ঠতি । ধিক্ দুশ্চরিত্রম্ ।

শব্দার্থ : কদাপি - কখনো । মা - না । নিকষা - নিকটে । বহিঃ - বাইরে । কুত্র - কোথায় ।

[কদাপি, মা, নিকষা, বহিঃ, কুত্র প্রভৃতি অব্যয় পদ ।]

বিঃদ্র: সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু । বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যোতি তদব্যয়ম্ ।। যে পদের লিঙ্গা, বচন ও বিভক্তি কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না তা অব্যয় ।

অনুশীলনী

১। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :-

(ক) কদাপি মিথ্যা মা বদ । (খ) মা দিবা নিদ্রাম্ গচ্ছ । (গ) গ্রামম্ নিকষা নদী । (ঘ) দুঃখম্ বিনা সুখম্ ন ভবতি । (ঙ) পিতা পুত্রেন সহ গচ্ছতি । (চ) সঃ গৃহাৎ বহিঃ গচ্ছতি ।

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :-

(ক) আপনি এখানে আসুন । (খ) সবসময় সত্য কথা বলা উচিত । (গ) শ্রীগুরুর নমস্কার । (ঘ) সকালে ভ্রমণ করবে । (ঙ) দুশ্চরিত্রকে ধিক্ ।

৩। পাঁচটি অব্যয় পদ দিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর ।

৪। অব্যয় পদের বৈশিষ্ট্য কি?

৫। নিচের বাক্যগুলো থেকে অব্যয়পদ খুঁজে বের কর :-

(ক) তুম্ এব মাতা । (খ) তত্র একঃ মুনিঃ বসতি । (গ) গ্রামম্ নিকষা নদী । (ঘ) শনৈঃ বহতি বায়ুঃ ।
(ঙ) বৃক্ষস্য অধঃ সাধুঃ তিষ্ঠতি ।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :-

(ক)মিথ্যা মা বদ । (খ) গ্রামম্.....নদী । (গ).....তে গৃহম্?
(ঘ) পিতা পুত্রেন.....গচ্ছতি । (ঙ) বৃক্ষস্য.....সাধুঃ তিষ্ঠতি ।

৭। সঠিক উত্তরটি লেখ :-

(ক) 'ভবান্' শব্দের অর্থ -

- | | |
|------------|-----------|
| (i) তুমি | (ii) আপনি |
| (iii) আমরা | (iv) তারা |

(খ) 'কদাপি' পদের অর্থ-

- | | |
|--------------|----------------|
| (i) কখনো না | (ii) কখনো |
| (iii) সর্বদা | (iv) মাঝে মাঝে |

(গ) 'শনৈঃ' একটি-

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (i) সর্বনাম পদ | (ii) বিশেষ্য পদ |
| (iii) অব্যয় পদ | (iv) ক্রিয়া পদ |

(ঘ) 'নিকষা' একটি-

- | | |
|----------------|----------------|
| (i) বিশেষ্যপদ | (ii) সর্বনামপদ |
| (iii) বিশেষণপদ | (iv) অব্যয়পদ |

(ঙ) কুত্র তে গৃহম্? -বাক্যের অর্থ-

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (i) তোমার বাড়ি কোথায়? | (ii) তোমাদের বাড়ি কোথায়? |
| (iii) তাদের বাড়ি কোথায়? | (iv) ওদের বাড়ি কোথায়? |

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

কারকবিভক্তিপ্রয়োগঃ

(ক) কর্তৃকারক ও প্রথমা বিভক্তি

নরঃ গচ্ছতি । বালকঃ পঠতি । বালিকা লিখতি । তৌ হসতঃ । ছাত্রৌ গচ্ছতঃ । নরাঃ খাদন্তি । ধেনবঃ বিচরন্তি ।

(খ) কর্মকারক ও দ্বিতীয়া বিভক্তি

অহম্ জলম্ পিবামি । ছাত্রঃ পুস্তকম্ পঠতি । অশ্বঃ দ্রুতম্ ধাবতি । ধিক্ মাম্ ভাগ্যহীনম্ ।

(গ) করণকারক ও তৃতীয়া বিভক্তি

অহম্ হস্তেন কার্যম্ করোমি । সঃ কুঠারেন বৃক্ষম্ ছিনন্তি । সঃ বিদ্যয়া হীনঃ । বিবাদেন অলম্ ।

(ঘ) সম্প্রদানকারক ও চতুর্থী বিভক্তি

মাতা ভিক্ষুকায় ভিক্ষাং দদাতি । ক্ষুধার্তায় annam দেহি । জ্ঞানায় অধ্যয়নম্ । নমঃ শিবায় ।

(ঙ) অপাদানকারক ও পঞ্চমী বিভক্তি

বৃক্ষাৎ পত্রাণি পতন্তি । মেঘাৎ বৃষ্টিঃ ভবতি । ভয়াৎ রক্ষ মাং । বিপদঃ ত্রায়স্ব মাং ।

(চ) সম্বন্ধ পদ ও ষষ্ঠী বিভক্তি

মম জননী স্নেহময়ী । অয়ম্ অস্মাকম্ বিদ্যালয়ঃ । তস্য গৃহে শান্তিঃ নাস্তি । ইদং মুনেঃ তপোবনম্ ।

(ছ) অধিকরণকারক ও সপ্তমী বিভক্তি

তিলেষু তৈলম্ অস্ति । জলে মৎস্যঃ নিবসন্তি । সঃ সজ্জীতে নিপুণঃ । বসন্তে কোকিলঃ কূজতি ।

শব্দার্থ : বিচরন্তি-বিচরণ করছে । দ্রুতম্-শীঘ্র । ভাগ্যহীনম্-মন্দভাগ্যকে । কুঠারেন-কুঠারের দ্বারা । জ্ঞানায়-জ্ঞানের জন্য । বিপদঃ-বিপদ থেকে । পরিত্রায়স্ব-পরিত্রাণ কর । তিলেষু-তিলে । কূজতি-শব্দ করে ।

অনুশীলনী

১। বাংলা ভাষায় অর্থ লেখ :-

(ক) ধেনবঃ বিচরন্তি । (খ) অহম্ জলম্ পিবামি । (গ) সঃ কুঠারেন বৃক্ষম্ ছিনন্তি । (ঘ) বিপদঃ ত্রায়স্ব মাং । (ঙ) তিলেষু তৈলম্ অস্ति ।

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :-

(ক) বালিকাটি লিখছে । (খ) ছাত্রটি বই পড়ছে । (গ) বিবাদের প্রয়োজন নেই । (ঘ) জ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন । (ঙ) আমাকে ভয় থেকে রক্ষা কর । (চ) আমার মা স্নেহময়ী ।

৩। রেখাঙ্কিত পদসমূহের কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :-

(ক) ছাত্রৌ গচ্ছতঃ। (খ) অশ্বঃ দুতম্ ধাবতি। (গ) নমঃ শিবায়। (ঘ) অহম্ হস্তেন কার্যম্ করোমি। (ঙ) ক্ষুধার্তায় অনুম্ দেহি। (চ) মেঘাৎ বৃষ্টিঃ ভবতি। (ছ) বসন্তে কোকিলঃ কূজতি।

৪। উদাহরণ দাও :-

করণকারকে ৩য়া, কর্মকারকে ২য়া, 'হীন' শব্দযোগে ৩য়া, সম্প্রদানকারকে ৪র্থী, অধিকরণকারকে ৭মী, 'অলম্' শব্দযোগে তৃতীয়া।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :-

- (ক) ধিক্ মাম্.....।
 (খ) সঃ.....বৃক্ষং ছিনত্তি।
 (গ)অনুং দেহি।
 (ঘ) বৃক্ষাৎ.....পতন্তি।
 (ঙ) অয়ম্.....বিদ্যালয়ঃ।
 (চ)মুনেঃ তপোবনম্।

৬। বাক্যরচনা কর :-

দুতম্, ধিক্, অলম্, নমঃ, তিলেষু।

৭। সঠিক উত্তরটি লেখঃ

(ক) 'পিবামি' পদের অর্থ -

- (i) পান কর (ii) পান করি
 (iii) পান করা উচিত (iv) পান করবে

(খ) 'ছিনত্তি' পদের অর্থ-

- (i) ছেদন করে (ii) ছেদন করি
 (iii) ছেদন কর (iv) ছেদন করব

(গ) 'নরঃ' গচ্ছতি-এই বাক্যের অন্তর্গত 'নরঃ'

- (i) কর্মকারক (ii) সম্প্রদানকারক
 (iii) কর্তৃকারক (iv) করণকারক

(ঘ) 'সঃ বিদ্যায়া হীনঃ'-এই বাক্যে 'হীন' শব্দের যোগে 'বিদ্যায়া' পদে হয়েছে -

- (i) দ্বিতীয়া বিভক্তি (ii) তৃতীয়া বিভক্তি
 (iii) চতুর্থী বিভক্তি (iv) সপ্তমী বিভক্তি

(ঙ) সম্প্রদানকারকে হয়-

- (i) প্রথমা বিভক্তি (ii) চতুর্থী বিভক্তি
 (iii) ষষ্ঠী বিভক্তি (iv) পঞ্চমী বিভক্তি

সপ্তমঃ পাঠঃ

ঈশ্বরঃ

ঈশ্বরঃ সৃষ্টিকর্তা । সঃ সর্বং সৃজতি । সঃ পালনকর্তা । ধ্বংসকর্তা চ সঃ । সঃ সর্বশক্তিমান্ । বহুনি তস্য নামানি । বহুনি তস্য রূপাণি । কিন্তু সঃ একঃ অদ্বিতীয়শ্চ । সঃ সর্বত্র তিষ্ঠতি । বয়ম্ প্রত্যহম্ তস্য স্তুতিম্ কুর্মঃ ।

শব্দার্থ : সৃজতি-সৃষ্টি করেন । বহুনি-অনেক । অদ্বিতীয়ঃ- যার দ্বিতীয় নেই । সর্বত্র-সকল স্থানে । তিষ্ঠতি-থাকেন ।

অনুশীলনী

- ১। পাঁচটি বাংলা বাক্যে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা কর ।
- ২। বাংলায় অনুবাদ কর :-
 - (ক) ধ্বংসকর্তা.....রূপাণি ।
 - (খ) কিন্তু সঃ.....স্তুতিং কুর্মঃ ।
- ৩। বাংলায় অর্থ লেখ :-

সৃজতি, তিষ্ঠতি, নামানি, বয়ম্, প্রত্যহম্ ।
- ৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :-
 - (ক) ধ্বংসকর্তা.....সঃ ।
 - (খ)তস্য নামানি ।
 - (গ) সঃ সর্বত্র ।
 - (ঘ) সঃ একঃ..... ।
- ৫। সঠিক উত্তরটি লেখ :-
 - (ক) ঈশ্বরের-

(i) একটি নাম	(ii) দুটি নাম
(iii) পাঁচটি নাম	(iv) অনেক নাম
 - (খ) ঈশ্বরের-

(i) একটি রূপ	(ii) দুটি রূপ
(iii) অনেক রূপ	(iv) নয়টি রূপ
 - (গ) ঈশ্বর থাকেন-

(i) সর্বত্র	(ii) স্বর্গে
(iii) পাতালে	(iv) সূর্যে

অষ্টমঃ পাঠঃ

মাতাপিতরৌ

মাতা পিতা চ পরমগুরু। পিতা স্বর্গঃ। মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী। পিতরি তুষ্টে সর্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তে। মাতরি চ তুষ্টায়াম্ দেবতানাম্ প্রীতিঃ ভবতি। বয়ম্ মাতৃগর্ভে জায়ামহে। শৈশবে মাতৃদুগ্ধম্ পিবামঃ। মাতাপিতরৌ যত্নেন অস্মান্ পালয়তঃ। তয়োঃ স্নেহঃ অস্মাকং পরমা সম্পৎ। অতএব বয়ম্ তৌ সেবামহে।

শব্দার্থ : স্বর্গাৎ-স্বর্গ থেকে। প্রীয়ন্তে-প্রীতি লাভ করেন। জায়ামহে-জন্মগ্রহণ করি। মাতৃদুগ্ধম্-মায়ের দুধ। যত্নেন-যত্নের সঙ্গে। তয়োঃ-তাদের দুজনের। সেবামহে-সেবা করি।

অনুশীলনী

১। মাতা-পিতা সম্পর্কে মাতৃভাষায় দশটি বাক্য লেখ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর :-

(ক) পিতরি তুষ্টে.....প্রীতিঃ ভবতি।

(খ) বয়ং মাতৃগর্ভে.....পিবামঃ।

(গ) মাতাপিতরৌ.....সেবামহে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :-

(ক) মাতা পিতা চ.....।

(খ)তুষ্টে সর্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তে।

(গ) বয়ম্.....জায়ামহে।

(ঘ) শৈশবে মাতৃদুগ্ধম্.....।

(ঙ) অতএব বয়ম্..... সেবামহে।

৪। শব্দার্থ লেখ :

স্বর্গাৎ, মাতৃদুগ্ধম্, প্রীয়ন্তে, যত্নেন, সেবামহে।

৫। বাক্য রচনা কর :-

পরমগুরু, পিতরি, বয়ম্, অস্মান্, সম্পৎ।

৬। বামপাশে সংস্কৃত শব্দ এবং ডানপাশে বাংলা অর্থ এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে।

সাজিয়ে লেখ :-

যত্নেন

বয়ম্

প্রীয়ন্তে

পিবামঃ

জায়ামহে

জন্মগ্রহণ করি

প্রীতি লাভ করেন

পান করি

আমরা

যত্নের সঙ্গে

নবমঃ পাঠঃ

গুরুভক্তিঃ

পিতা অস্মাকম্ জন্মদাতা । কিন্তু শিক্ষকঃ অস্মাকম্ জ্ঞানদাতা । সঃ জ্ঞানেন অজ্ঞানতাম্ বিনশ্যতি । শিক্ষকস্য ত্যাগঃ অতুলনীয়ঃ । সঃ ছাত্রান্ পুত্রবৎ পালয়তি । তেষাম্ কল্যাণম্ সাধয়তি চ । অতঃ স ছাত্রাণাম্ গুরুঃ । গুরুভক্তঃ ছাত্রঃ বিদ্বান্ ভবতি । অতএব বয়ম্ শিক্ষকান্ ভক্তিং করিষ্যামঃ । তেষাম্ আদেশঞ্চ পালয়িষ্যামঃ ।

শব্দার্থ : জ্ঞানেন- জ্ঞানের দ্বারা । বিনশ্যতি-বিনাশ করে । শিক্ষকস্য- শিক্ষকের । পুত্রবৎ- ছেলের মত । ছাত্রাণাম্-ছাত্রদের । করিষ্যামঃ- করব । পালয়িষ্যামঃ - পালন করব ।

অনুশীলনী

১। শিক্ষকের প্রশংসাসূচক পাঁচটি বাংলা বাক্য লেখ ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর :-

(ক) শিক্ষকস্য.....সাধয়তি চ ।

(খ) গুরুভক্তঃ ছাত্রঃ.....পালয়িষ্যামঃ ।

৩। শব্দার্থ লেখ :

বিনশ্যতি, ছাত্রাণাম্, জ্ঞানেন, অতুলনীয়ঃ, পালয়িষ্যামঃ ।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) পিতা.....জন্মদাতা ।

(খ)ত্যাগঃ অতুলনীয়ঃ ।

(গ) অতঃ সঃ.....গুরুঃ ।

(ঘ)ছাত্রঃ বিদ্বান্ ভবতি ।

(ঙ) তেষাম্ আদেশঞ্চ..... ।

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-

(ক) আমাদের জন্মদাতা কে?

(খ) কে আমাদের জ্ঞানদাতা?

(গ) শিক্ষক কিসের দ্বারা অজ্ঞানতা বিনাশ করেন?

(ঘ) গুরুভক্ত ছাত্র কি হয়?

দশমঃ পাঠঃ

বাংলাদেশস্য শরৎকালঃ

বাংলাদেশে ষট্ ঋতবঃ। তেষাম্ অন্যতমা শরৎ। বর্ষাশেষে শরৎ আগচ্ছতি। তদা গগনম্ ভবতি নির্মলম্। চন্দ্রঃ দদাতি স্নিগ্ধকিরণম্। সরোবরে বিকশস্তি কমলানি। আকাশে শোভন্তে নক্ষত্রাণি। শ্যামলা ভবতি প্রকৃতিঃ। দুর্গোৎসবঃ শরৎকালস্য শ্রেষ্ঠঃ উৎসবঃ। অস্মিন্ কালে বয়ম্ দুর্গাদেবীম্ পূজয়ামঃ।

শব্দার্থ : ষট্- ছয়। আগচ্ছতি-আসে। দদাতি-দান করে। বিকশস্তি-প্রস্ফুটিত হয়। শোভন্তে- শোভা প্রাপ্ত হয়। শরৎকালস্য-শরৎকালের। দুর্গাদেবীম্-দুর্গাদেবীকে।

অনুশীলনী

- ১। বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের শরৎকালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
- ২। পাঁচটি সংস্কৃত বাক্যে বাংলাদেশের শরৎ সম্পর্কে বল।
- ৩। **বাংলায় অনুবাদ কর :-**
 - (ক) বর্ষাশেষে.....নির্মলম্।
 - (খ) সরোবরে.....ভবতি প্রকৃতিঃ।
 - (গ) দুর্গোৎসবঃ.....দুর্গাদেবীম্ পূজয়ামঃ।
- ৪। **বাক্য রচনা কর :-**

তদা, দদাতি, আকাশে, উৎসবঃ, পূজয়ামঃ।
- ৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর :-**
 - (ক)ষট্ ঋতবঃ।
 - (খ) বর্ষাশেষে.....আগচ্ছতি।
 - (গ) সরোবরে বিকশস্তি.....।
 - (ঘ) আকাশে.....নক্ষত্রাণি।
- ৬। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-**
 - (ক) বাংলাদেশে কয়টি ঋতু আছে?
 - (খ) কখন শরৎ আবির্ভূত হয়?
 - (গ) নক্ষত্র কোথায় শোভা পায়?
 - (ঘ) কমলগুলো কোথায় বিকশিত হয়?
 - (ঙ) শরৎকালে আমরা কোন্ দেবীর পূজা করি?

৭। সঠিক উত্তরটি লেখ :-

(ক) বাংলাদেশের ঋতুসংখ্যা-

- | | |
|------------|----------|
| (i) চার | (ii) ছয় |
| (iii) পাঁচ | (iv) তিন |

(খ) শরৎকালে আকাশ হয়-

- | | |
|-------------|-----------|
| (i) নির্মল | (ii) কাল |
| (iii) শুভ্র | (iv) রক্ত |

(গ) পদ্ম বিকশিত হয়-

- | | |
|--------------|--------------|
| (i) নদীতে | (ii) পর্বতে |
| (iii) সরোবরে | (iv) সমুদ্রে |

(ঘ) শরৎকালে প্রকৃতি হয়-

- | | |
|------------|-------------|
| (i) শুভ্র | (ii) শ্যামল |
| (iii) কোমল | (iv) পীত |

(ঙ) শরৎকালের শ্রেষ্ঠ উৎসব-

- | | |
|------------------|---------------------|
| (i) দুর্গোৎসব | (ii) শিবোৎসব |
| (iii) ব্রহ্মোৎসব | (iv) কার্তিকেয়োৎসব |

একাদশঃ পাঠঃ

বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশঃ অস্মাকম্ জন্মভূমিঃ । অতি মনোহরঃ অয়ম্ দেশঃ । অত্র বিশালাঃ নদ্যঃ প্রবহন্তি । উদ্যানে কুসুমানি বিকশন্তি । বৃক্ষেষু ফলানি জায়ন্তে । কৃষকাঃ ক্ষেত্রাণি কর্ষন্তি । শীতলঃ বায়ুঃ বহতি । বাংলাদেশঃ স্বাধীনঃ দেশঃ । অত্র শান্তিঃ বিরাজতে । অয়ম্ দেশঃ স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠঃ ।

শব্দার্থ :- নদ্যঃ-নদীগুলো । প্রবহন্তি-প্রবাহিত হয় । কুসুমানি-ফুলগুলি । জায়ন্তে-জন্মগ্রহণ করে । বিরাজতে-বিরাজ করে । স্বর্গাদপি-স্বর্গ থেকেও ।

অনুশীলনী

- ১। দশটি বাংলা বাক্যে বাংলাদেশের বর্ণনা দাও ।
- ২। **বাংলায় অনুবাদ কর :-**
 - (ক) বাংলাদেশঃ.....প্রবহন্তি ।
 - (খ) উদ্যানে.....কর্ষন্তি ।
 - (গ) শীতলঃ.....শ্রেষ্ঠঃ ।
- ৩। **শব্দার্থ লেখ :-**

প্রবহন্তি, জায়ন্তে, নদ্যঃ, কুসুমানি, স্বর্গাদপি ।
- ৪। **নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্য রচনা কর :-**

জন্মভূমিঃ, মনোহরঃ, বিকশন্তি, কর্ষন্তি, শান্তিঃ ।
- ৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**
 - (ক)অস্মাকম্ জন্মভূমিঃ ।
 - (খ) অত্র বিশালাঃ.....প্রবহন্তি ।
 - (গ) বৃক্ষেষু ফলানি..... ।
 - (ঘ)শান্তিঃ বিরাজতে ।
 - (ঙ) বাংলাদেশঃ.....দেশঃ ।
- ৬। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-**
 - (ক) আমাদের জন্মভূমির নাম কি?
 - (খ) বাংলাদেশের উদ্যানে কি বিকশিত হয়?
 - (গ) কৃষকেরা কি করে?

(ঘ) বাংলাদেশে কেমন বায়ু প্রবাহিত হয়?

(ঙ) বাংলাদেশের নদীগুলো কেমন?

৭। সঠিক উত্তর লেখ :

(ক) আমাদের জন্মভূমির নাম-

(i) বাঙ্গালা দেশ

(ii) বঙ্গদেশ

(iii) বাংলাদেশ

(iv) বঙ্গীয় দেশ

(খ) বাংলাদেশ অতি-

(i) শ্যামল

(ii) মনোহর

(iii) সুন্দর

(iv) চিত্তাকর্ষক

(গ) বাংলাদেশের ক্ষেত্র কর্ষণ করে-

(i) চর্মকারেরা

(ii) কৃষকেরা

(iii) কৃষিজীবীরা

(iv) কৃষকপুত্রেরা

(ঘ) বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়-

(i) বিশাল নদী

(ii) বিশালসাগর

(iii) বিশাল ঝর্ণা

(iv) বিশাল মহাসাগর

দ্বাদশঃ পাঠঃ

পঞ্চতন্ত্রম্

নীলবর্ণশৃগালকথা

অসিত চণ্ডরবঃ নাম শৃগালঃ । একদা সঃ রজকস্য নীলজলে পততি । তেন তস্য শরীরম্ নীলম্ ভবতি । ততঃ সঃ পশূনাম্ রাজপদম্ লভতে । তদা সঃ ব্যাঘ্রম্ অমাত্যম্ করোতি । সিংহম্ করোতি সেনাপতিম্ । একদা সায়ম্ নীলবর্ণঃ শৃগালঃ শৃগালরবম্ শৃণোতি । তেন সঃ স্বভাববশাৎ উচ্চৈঃস্বরেণ শব্দম্ করোতি । ব্যাঘ্রাদয়ঃ তম্ শৃগালম্ মত্বা তৎক্ষণম্ এব যুক্তি ।

স্বভাবো দুরতিক্রম্যঃ ।

শব্দার্থ : রজকস্য— ধোপার । তেন— সেইহেতু । পশূনাম্— পশুদের । লভতে— লাভ করে । সায়ম্— সন্ধ্যাবেলা । শৃগালরবম্— শৃগালের শব্দ । শৃণোতি—শোনে । স্বভাববশাৎ— স্বভাবহেতু । মত্বা— মনে করে । যুক্তি—হত্যা করে । পঞ্চতন্ত্র—নীতিকথার একটি গল্পগ্রন্থ । এটি পাঁচটি তন্ত্র বা অধ্যায়ে বিভক্ত ।

স্বভাবো দুরতিক্রম্যঃ—স্বভাব ত্যাগ করা কঠিন ।

অনুশীলনী

১। ‘নীলবর্ণশৃগালকথা’ গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর :-

(ক) একদা সঃনীলম্ ভবতি ।

(খ) তদা সঃ..... সেনাপতিম্ ।

(গ) তেন সঃ.....এব যুক্তি ।

৩। ‘নীলবর্ণশৃগালকথা’ গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ ।

৪। শব্দার্থ লেখ :-

রজকস্য, লভতে, সায়ম্, পশূনাম্, শৃণোতি ।

৫। নিচের পদগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :-

নীলজলে, পশূনাম্, একদা, পততি, করোতি ।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :-

- (ক) তেন তস্যনীলম্ ভবতি ।
 (খ)সঃ পশূনাম্ রাজপদম্ লভতে ।
 (গ) তদা সঃ ব্যাঘ্রম্.....করোতি ।
 (ঘ) সিংহম্ করোতি..... ।
 (ঙ) নীলবর্ণঃ শৃগালঃ.....শৃগোতি ।

৭। বামপাশে সংস্কৃত শব্দ ও ডানপাশে বাংলা অর্থ এলামেলোভাবে দেয়া আছে। সাজিয়ে লেখ :-

অসিত	করে
ভবতি	শোনে
করোতি	হত্যা করে
শৃগোতি	হয়
য়ন্তি	আছে

ত্রয়োদশঃ পাঠঃ

মুনি-মূষিক-কথা

অয়ম্ আশ্রমঃ । অত্র বসতি একঃ মুনিঃ । একদা সঃ কাকমুখাৎ পতিতম্ মূষিকশাবকম্ পশ্যতি । সঃ তম্ অন্নেন পালয়তি । মূষিকঃ বিড়লাৎ বিভেতি । মুনিঃ তম্ বিড়ালম্ করোতি । বিড়ালস্য কুকুরাৎ ভয়ম্ । মুনিঃ ক্রমেণ তম্ কুকুরম্ ব্যাহ্রঞ্চ করোতি । ব্যাহ্রঃ মুনিম্ প্রতি ধাবতি । মুনিঃ পুনঃ তম্ মূষিকম্ করোতি ।

উপদেশঃ - “নীচঃ শাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি ।”

শব্দার্থঃ কাকমুখাৎ-কাকের মুখ থেকে । মূষিকশাবকম্-ইঁদুরছানা । বিভেতি- ভয় পায় । কুকুরাৎ-কুকুর থেকে । ধাবতি-দৌড়ায় ।

হিতোপদেশ- নীতিশাস্ত্রবিষয়ক একটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ ।

“নীচঃ শাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি”- নীচ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠপদ লাভ করে প্রভুকে হত্যা করতে চায় ।

অনুশীলনী

১। ‘মুনি-মূষিক-কথা’ গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর :-

(ক) একদা সঃবিভেতি ।

(খ) মুনিঃ তম্.....ব্যাহ্রঞ্চ করোতি ।

(গ) ব্যাহ্রঃ মুনিম্.....করোতি ।

৩। ‘হিতোপদেশ’ কি?

৪। ‘মুনি-মূষিক-কথা’ গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ এবং বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ কর ।

৫। শব্দার্থ লেখ :-

মূষিকশাবকম্, ধাবতি, বিভেতি, অন্নেন, পুনঃ ।

৬। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্যরচনা কর :-

বসতি, পশ্যতি, বিভেতি, করোতি, ধাবতি ।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :-

- (ক) অত্র.....একঃ মুনিঃ ।
 (খ) সঃ তম্ অন্নেন..... ।
 (গ) মূষিকঃ.....বিভেতি ।
 (ঘ)কুকুরাৎ ভয়ম্ ।
 (ঙ) ব্যাঘ্রঃ মুনিম্ প্রতি..... ।

৮। সঠিক উত্তরটি লেখ :-

(ক) মুনি বাস করেন-

- (i) গৃহে (ii) আশ্রমে
 (iii) নদীকূলে (iv) পাতার ঘরে

(খ) মূষিকশাবকটি পতিত হয়েছিল-

- (i) কুকুরের মুখ থেকে (ii) বিড়ালের মুখ থেকে
 (iii) কাকের মুখ থেকে (iv) শালিকের মুখ থেকে

(গ) বিড়াল ভয় পেত-

- (i) কুকুর থেকে (ii) বাঘ থেকে
 (iii) সিংহ থেকে (iv) সাপ থেকে

(ঘ) ব্যাঘ্র খাবিত হয়েছিল-

- (i) সিংহের প্রতি (ii) মুনির প্রতি
 (iii) তপস্বীর প্রতি (iv) তপসীর প্রতি

(ঙ) নীচ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠপদ লাভ করে হত্যা করতে চায়-

- (i) প্রভুকে (ii) পিতাকে
 (iii) রাজাকে (iv) আশ্রয়দাতাকে

চতুর্দশঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

কাক-বর্তক-কথা

একদা একঃ বর্তকঃ কাকেন সহ বনপথেন গচ্ছতি । একঃ গোপালঃ অপি যাতি । গোপালস্য মস্তকে দধিভাণ্ডম্
অস্তি । কাকঃ বারংবারম্ দধি খাদতি । গোপালঃ দধিপাত্রম্ ভূমৌ স্থাপয়তি । সঃ দধিভাণ্ডম্ শূন্যম্ পশ্যতি ।
ততঃ সঃ উর্ধ্বৈ কাকবর্তকৌ অবলোকয়তি । সঃ লগুড়েন তৌ তাড়য়তি । ধূর্তঃ কাকঃ পলায়তে । গোপালঃ
বর্তকম্ নিহন্তি ।

উপদেশঃ- “ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্ ।”

শব্দার্থ : বনপথেন-বনপথ দিয়ে । গোপালঃ- গোয়লা । দধিভাণ্ডম্-দইয়ের পাত্র । ভূমৌ-মাটিতে ।
কাকবর্তকৌ-কাক ও ভারুই পাখিকে । লগুড়েন-লাঠির দ্বারা । পলায়তে-পলায়ন করে । ত্যজ-ত্যাগ কর ।

অনুশীলনী

১। ‘কাক-বর্তক-কথা’ গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

২। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ ।

৩। বাংলায় অনুবাদ কর :-

(ক) গোপালস্য.....স্থাপয়তি ।

(খ) সঃ দধিভাণ্ডম্.....অবলোকয়তি ।

(গ) সঃ লগুড়েন.....নিহন্তি ।

৪। বাংলা অর্থ লেখ :

“ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্ ।”

৫। শব্দার্থ লেখ :

গোপালঃ, ভূমৌ, তাড়য়তি, লগুড়েন, ত্যজ ।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) একঃ.....অপি যাতি ।
 (খ)বারংবারম্ দধি খাদতি ।
 (গ) সঃ লগুড়েন তৌ..... ।
 (ঘ)বর্তকম্ নিহন্তি ।
 (ঙ) ধূর্তঃ.....পলায়তে ।

৭। বাক্য রচনা কর :-

যাতি, অস্মিত, খাদতি, পলায়তে, নিহন্তি ।

৮। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-

- (ক) বনপথ দিয়ে কাকের সঙ্গে কে যাচ্ছিল?
 (খ) গোয়ালার মাথায় কি ছিল?
 (গ) কাক বারবার কি খাচ্ছিল?
 (ঘ) ধূর্ত কাক কি করেছিল?
 (ঙ) গোয়ালার কাকে মেরেছিল?

পঞ্চদশঃ পাঠঃ
নীতিশোকাঃ

(১)

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমত্তপঃ । পিতরি প্রীতিমাপ্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

(২)

ভূমেগরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা । জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

(৩)

হস্তস্য ভূষণং দানং সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণম্ ।
কর্ণস্য ভূষণং শাস্ত্রং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥

(৪)

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবঃ ।
ন চ বিদ্যালয়ঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জয়েৎ ॥

টীকা : পরমত্তপঃ = পরমম্ + তপঃ ।

প্রীতিমাপ্নে = প্রীতিম্ + আপ্নে । স্বর্গাদুচ্চতরঃ = স্বর্গাৎ + উচ্চতরঃ । স্বর্গাদপি = স্বর্গাৎ + অপি ।

শব্দার্থ : প্রীয়ন্তে—প্রীতি লাভ করেন । ভূমেঃ—পৃথিবী অপেক্ষা । কণ্ঠস্য—কণ্ঠের । বৃত্তিঃ—জীবিকা ।
পরিবর্জয়েৎ—পরিত্যাগ করা উচিত ।

শোকার্থ :-

১ । পিতা.....সর্বদেবতাঃ ॥

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা । পিতা প্রীত হলে দেবতারাও প্রীত হন ।

২ । ভূমেগরীয়সী.....গরীয়সী ॥

মা পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতা শ্রেষ্ঠ স্বর্গ অপেক্ষা । জননীতুল্য জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ ।

৩ । হস্তস্য.....প্রয়োজনম্ ।

হস্তের অলংকার দান, কণ্ঠের অলংকার সত্য, কর্ণের অলংকার শাস্ত্র, অন্য অলংকারের প্রয়োজন কি?

৪ । যস্মিন্ দেশে.....পরিবর্জয়েৎ ।

যে-দেশে সম্মান নেই, জীবিকার উপায় নেই, কোন বন্ধু নেই, কোন বিদ্যালয় নেই, সে-দেশ ত্যাগ করা উচিত ।

সংস্কৃত ৬ষ্ঠ, ফর্মা-৫

অনুশীলনী

- ১। মাতা, পিতা ও জন্মভূমির প্রশংসাসূচক শোকটি শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি কর।
- ২। সংস্কৃত শোক উদ্ধৃত করে কোন দেশ ত্যাগ করা উচিত বল।
- ৩। **বাংলায় অনুবাদ কর :-**
 - (ক) পিতা স্বর্গঃ.....সর্বদেবতাঃ ॥
 - (খ) হস্তস্য ভূষণং.....প্রয়োজনম্ ॥
- ৪। **শূন্যস্থান পূরণ কর :-**
 - (ক) পিতরি.....প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥
 - (খ)জন্মভূমিঞ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥
 - (গ) সত্যং.....ভূষণম্ ॥
 - (ঘ)ভূষণং শাস্ত্রং ।
 - (ঙ) তং দেশং..... ॥
- ৫। **শব্দার্থ লেখ :-**

ভূমেঃ, বৃত্তিঃ, ভূষণম্, স্বর্গাৎ, পরিবর্জয়েৎ ।
- ৬। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-**
 - (ক) পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে?
 - (খ) স্বর্গ অপেক্ষা উচ্চতর কে?
 - (গ) হস্তের ভূষণ কি?
 - (ঘ) কণ্ঠের ভূষণ কি?
 - (ঙ) কর্ণের ভূষণ কি?

দ্বিতীয় ভাগ ব্যাকরণ

প্রথম পাঠ

শব্দরূপ

(অ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও আ- কারান্ত)

সংস্কৃত ভাষায় শব্দবিভক্তি সাত প্রকার-

প্রথমা (১মা), দ্বিতীয়া (২য়া), তৃতীয়া (৩য়া), চতুর্থী (৪র্থী), পঞ্চমী (৫মী), ষষ্ঠী (৬ষ্ঠী) ও সপ্তমী (৭মী)। প্রত্যেক বিভক্তির তিনটি বচন থাকে- একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত সাতটি বিভক্তি ও সম্বোধন পদের তিনটি বচনে শব্দের যে সকল রূপ হয়, তারই নাম শব্দরূপ।

শব্দবিভক্তি- যেসকল বিভক্তি শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে, সেগুলোকে শব্দবিভক্তি বলা হয়। যেমন- নর + ঔ = নরৌ। এখানে 'নর' একটি শব্দ, এর সঙ্গে 'ঔ' যুক্ত হয়ে 'নরৌ' পদ গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'ঔ' শব্দবিভক্তি।

সম্বোধনপদ- যাকে আহ্বান করে কোন কিছু বলা হয়, তার নাম সম্বোধন পদ। যেমন- দেবি, অত্র আগচ্ছ (দেবি, এখানে এস)।

বিভিন্ন বিভক্তি ও বচনে শব্দবিভক্তির বিভিন্ন আকৃতি আছে। নিম্নে শব্দবিভক্তির আকৃতি প্রদত্ত হল :

শব্দ বিবক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	সু (ঃ)	ঔ	জস্ (অঃ)
২য়া	অম্	ঔট্ (ঔ)	শস্ (অঃ)
৩য়া	টা (আ)	ভ্যাম্	ভিস্ (ভিঃ)
৪র্থী	ঔ (এ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
৫মী	ঔসি (অ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
৬ষ্ঠী	ঔস্ (অঃ)	ঔস্ (ঔঃ)	আম্
৭মী	ঔ (ই)	ঔস্ (ঔঃ)	সুপ্ (সু)

শব্দরূপ-পুংলিঙ্গ

অ-কারান্ত-নর

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	নরঃ (একজন মানুষ)	নরৌ (দুজন মানুষ)	নরাঃ (মনুষ্যগণ)
২য়া	নরম্ (একজন মানুষকে)	নরৌ (দুজন মানুষকে)	নরান্ (মনুষ্যগণকে)
৩য়া	নরেণ (একজন মানুষ দ্বারা)	নরাভ্যাম্ (দুজন মানুষ দ্বারা)	নরৈঃ (মনুষ্যগণের দ্বারা)
৪র্থী	নরায় (একজন মানুষকে)	নরাভ্যাম্ (দুজন মানুষকে)	নরেভ্যঃ (মনুষ্যগণকে)
৫মী	নরাৎ (একজন মানুষ থেকে)	নরাভ্যাম্ (দুজন মানুষ থেকে)	নরেভ্যঃ (মনুষ্যগণ থেকে)
৬ষ্ঠী	নরস্য (একজন মানুষের)	নরয়োঃ (দুজন মানুষের)	নরাণাম্ (মনুষ্যগণের)
৭মী	নরে (একজন মানুষে)	নরয়োঃ (দুজন মানুষে)	নরেষু (মনুষ্যগণে)
সম্বেবাধন	নর (হে মানুষ)	নরৌ (হে দুজন মানুষ)	নরাঃ (হে মনুষ্যগণ)

দ্রষ্টব্য : ছাত্র, শিক্ষক, সূর্য, চন্দ্র, গজ (হাতি), মৃগ (হরিণ), দেব, বৃক্ষ, কাক, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ নর শব্দের মত।

ই-কারান্ত-মুনি

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ
২য়া	মুনিম্	মুনী	মুনীন্
৩য়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ
৪র্থী	মুনয়ে	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
৫মী	মুনেঃ	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	মুনেঃ	মুন্যোঃ	মুনীনাম্
৭মী	মুনৌ	মুন্যোঃ	মুনিষু
সম্বেবাধন	মুনে	মুনী	মুনয়ঃ

দ্রষ্টব্য : কবি, রবি (সূর্য), অগ্নি, কপি (বানর), হরি, গিরি (পাহাড়) প্রভৃতি সকল ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ মুনি শব্দের অনুরূপ।

সত্রীলিঙ্গরূপ

আ-কারান্ত লতা

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	লতা	লতে	লতাঃ
২য়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
৩য়া	লতয়া	লতাভ্যাম্	লতাভিঃ
৪র্থী	লতায়ৈ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৫মী	লতয়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	লতয়াঃ	লতয়োঃ	লতানাম্
৭মী	লতয়াম্	লতয়োঃ	লতাসু
সম্বেবাধন	লতে	লতে	লতাঃ

লতা-শব্দের আদর্শে বিদ্যাশব্দের রূপ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	লতা বিদ্যা	লতে বিদ্যে	লতাঃ বিদ্যাঃ
২য়া	লতাম্ বিদ্যাম্	লতে বিদ্যে	লতাঃ বিদ্যাঃ
৩য়া	লতয়া বিদ্যয়া	লতাভ্যাম্ বিদ্যাভ্যাম্	লতাভিঃ বিদ্যাভিঃ
৪র্থী	লতায়ৈ বিদ্যায়ৈ	লতাভ্যাম্ বিদ্যাভ্যাম্	লতাভ্যঃ বিদ্যাভ্যঃ
৫মী	লতয়াঃ বিদ্যায়াঃ	লতাভ্যাম্ বিদ্যাভ্যাম্	লতাভ্যঃ বিদ্যাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	লতয়াঃ বিদ্যায়াঃ	লতয়োঃ বিদ্যয়োঃ	লতানাম্ বিদ্যানাম্
৭মী	লতয়াম্ বিদ্যায়াম্	লতয়োঃ বিদ্যয়োঃ	লতাসু বিদ্যাসু
সম্বেবাধন	লতে বিদ্যে	লতে বিদ্যে	লতাঃ বিদ্যাঃ

দ্রষ্টব্য : আশা, প্রভা (কিরণ), কৃপা, গুহা, দেবতা, নৌকা, শয্যা, হিংসা প্রভৃতি সকল আ-কারান্ত সত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ লতা শব্দের মত ।

ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপ

অ-কারান্ত-ফল

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	ফলম্	ফলে	ফলানি
২য়া	ফলম্	ফলে	ফলানি
৩য়া	ফলেন	ফলাভ্যাম্	ফলৈঃ
৪র্থী	ফলায়	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
৫মী	ফলাৎ	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	ফলস্য	ফলয়োঃ	ফলানাম্
৭মী	ফলে	ফলয়োঃ	ফলেষু
সম্বেবাধন	ফল	ফলে	ফলানি

দ্রষ্টব্য : জল, বন, ধন, তৃণ, মিত্র, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, রক্ত, মাংস, মুখ প্রভৃতি সকল অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ ফল শব্দের মত।

অনুশীলনী

- ১। সকল বিভক্তি ও বচনে 'নর' শব্দের রূপ লেখ।
- ২। শব্দবিভক্তির আকৃতি মুখস্থ লেখ।
- ৩। প্রথমা থেকে তৃতীয়া বিভক্তি পর্যন্ত 'মুনি' শব্দের রূপ লেখ।
- ৪। চতুর্থী থেকে সপ্তমী বিভক্তি পর্যন্ত 'লতা' শব্দের রূপ লেখ।
- ৫। নির্দেশ মত নিচের শব্দগুলোর রূপ লেখ।
 - (ক) 'ছাত্র' শব্দের ২য়ার বহুবচন
 - (খ) 'নর' শব্দের ৭মীর দ্বিবচন
 - (গ) 'লতা' শব্দের ৩য়ার একবচন
 - (ঘ) 'দেবতা' শব্দের ৪র্থীর একবচন
 - (ঙ) 'বিদ্যা' শব্দের ৫মীর একবচন
 - (চ) 'ফল' শব্দের ২য়ার একবচন
 - (ছ) 'বন' শব্দের ১মার বহুবচন

৬। সংস্কৃতে অনুবাদ করঃ-

দুজন মানুষ, হে মনুষ্যগণ, ছাত্রদের, ফলের দ্বারা, বিদ্যা থেকে, লতাগুলো, জল, মুনিগণের।

৭। বাংলায় অনুবাদ করঃ-

নরেণ, মুনিম্, ছাত্রাঃ, ফলানি, চন্দ্রেণ, লতয়া।

৮। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ-

- (ক) সংস্কৃত ভাষায় শব্দবিভক্তি কয় প্রকার?
 (খ) শব্দবিভক্তি কার সাথে যুক্ত হয়?
 (গ) যে পদের সাহায্যে আহ্বান করা হয়, তাকে কোন পদ বলে?
 (ঘ) 'হরি' শব্দের রূপ কোন শব্দের মত?

৯। শুদ্ধ উত্তরটি লেখঃ-

(ক) 'নর' শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ-

- (i) নরেষু (ii) নরাণাম
 (iii) নরানাম (iv) নরনাম

(খ) 'মুনি' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ-

- (i) মুনিন্ (ii) মুনীন্
 (iii) মুনীনা (iv) মুনয়ে

(গ) 'লতা' শব্দের সপ্তমীর বহুবচনের রূপ-

- (i) লতা (ii) লতয়াঃ
 (iii) লতাভিঃ (iv) লতাসু

(ঘ) 'ফল' শব্দের প্রথমার দ্বিবচনের রূপ-

- (i) ফলেন (ii) ফলে
 (iii) ফলানি (iv) ফলান্

(ঙ) 'বৃক্ষ' শব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ-

- (i) বৃক্ষেন (ii) বৃক্ষেণ
 (iii) বৃক্ষম্ (iv) বৃক্ষাৎ

দ্বিতীয় পাঠ

ধাতুরূপ

ধাতু—ক্রিয়ার মূল বা প্রকৃতির নাম ধাতু। যেমন- পঠ, কৃ, গম্, যা ইত্যাদি। (√) এরূপ সংকেত চিহ্ন দ্বারা ধাতু প্রকাশ করা হয়।

তিঙ্ বা ক্রিয়াবিভক্তি—ধাতুর শেষে যেসব বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, সেগুলোর নাম তিঙ্ বা ক্রিয়াবিভক্তি। যেমন—

√পঠ্ + তি = পঠতি। √যা + তি = যাতি। √হস্ + তু = হসতু।

তিঙ্ বিভক্তির দ্বারা ক্রিয়ার কাল এবং ভাব প্রকাশিত হয়। তিঙ্ বিভক্তি দশ ভাগে বিভক্ত। দশটি ভাগের মধ্যে লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ ও লৃট্ এই পাঁচটি বিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান কাল বোঝাতে লট্, অতীত কাল বোঝাতে লঙ্, ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে লৃট্, বর্তমান অনুজ্ঞা বোঝাতে লোট্ ও উচিত অর্থে বিধিলিঙ্‌র প্রয়োগ হয়।

প্রত্যেকটি তিঙ্ বিভক্তির প্রথম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন পুরুষ এবং প্রত্যেকটি পুরুষের একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন এই তিন বচনে বিভিন্ন রূপ হয়। সুতরাং তিঙ্ বিভক্তির সংখ্যা মোট $10 \times 3 \times 3 = 90$ (নব্বই) টি। এবং পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং তিঙ্ বিভক্তি মোট $90 \times 2 = 180$ টি

ধাতুরূপ- ধাতুর সাথে তি, তস্, অস্তি প্রভৃতি বিভক্তিযোগে যে ভিন্ন ভিন্ন তিঙ্‌স্ত পদ গঠিত হয়, তাকে ধাতুরূপ বলা হয়।

তিঙ্ বা ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি

লট্

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তি	সি	মি
দ্বিবচন	তস্	থস্	বস্
বহুবচন	অস্তি	থ	মস্

লোট্

একবচন	তু	হি	আনি
দ্বিবচন	তাম্	তম্	আব
বহুবচন	অন্ত	ত	আম

लङ्

	प्रथम पुरुष	मध्यम पुरुष	उत्तम पुरुष
एकवचन	द्	स्	अम्
द्विवचन	ताम्	तम्	व
बहुवचन	अन्	त	म

विधिलिङ्

एकवचन	यां	यास्	याम्
द्विवचन	याताम्	यातम्	याव
बहुवचन	युस्	यात	याम

लृट्

एकवचन	स्यति	स्यतिस्	स्यामि
द्विवचन	स्यतस्	स्यथस्	स्यावस्
बहुवचन	स्यन्ति	स्यथ	स्यामस्

भू-धातुर रूपा

भू (होया)-परस्मैपदी

लट्

	प्रथम पुरुष	मध्यम पुरुष	उत्तम पुरुष
एकवचन	भवति	भवसि	भवामि
द्विवचन	भवतः	भवथः	भवावः
बहुवचन	भवन्ति	भवथ	भवामः

लोट्

एकवचन	भवतु	भव	भवानि
द्विवचन	भवताम्	भवतम्	भवाव
बहुवचन	भवन्तु	भवत	भवाम

लङ्

एकवचन	अभवत्	अभवः	अभवम्
द्विवचन	अभवताम्	अभवतम्	अभवव
बहुवचन	अभवन्	अभवत	अभवाम

বিধিলিঙ

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	ভবেৎ	ভবেঃ	ভবেয়ম্
দ্বিবচন	ভবেতাম্	ভবেতম্	ভবেব
বহুবচন	ভবেয়ুঃ	ভবেত	ভবেম

লৃট্

একবচন	ভবিষ্যতি	ভবিষ্যসি	ভবিষ্যামি
দ্বিবচন	ভবিষ্যতঃ	ভবিষ্যথঃ	ভবিষ্যাবঃ
বহুবচন	ভবিষ্যন্তি	ভবিষ্যথ	ভবিষ্যামঃ

অনুশীলনী

- ১। ধাতু কাকে বলে? কয়েকটি ধাতুর উদাহরণ দাও।
- ২। তিঙ্ বিভক্তি বলতে কি বোঝ? উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।
- ৩। তিঙ্ বিভক্তি কয় ভাগে বিভক্ত? তিঙ্ বিভক্তির প্রধান পাঁচটি ভাগের নাম লেখ।
- ৪। ধাতুরূপ কাকে বলে?
- ৫। লঙ্-এ তিঙ্ বিভক্তির আকৃতি লেখ।
- ৬। লট্ বিভক্তিতে সকল পুরুষ ও বচনে ভূ-ধাতুর রূপ লেখ।
- ৭। লৃট্ বিভক্তিতে প্রথম পুরুষের তিন বচনে ভূ-ধাতুর রূপ লেখ।
- ৮। নির্দেশ অনুযায়ী ধাতুরূপ লেখঃ
 - (ক) লোট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর মধ্যম পুরুষের ১ বচন।
 - (খ) লঙ্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর প্রথম পুরুষের ১ বচন।
 - (গ) লোট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর উত্তম পুরুষের দ্বিবচন।
 - (ঘ) বিধিলিঙ্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর মধ্যম পুরুষের ১ বচন।
 - (ঙ) লৃট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর উত্তম পুরুষের বহুবচন।

৯। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :-

(ক) ক্রিয়ার মূলকে বলে-

- | | |
|------------|------------|
| (i) শব্দ | (ii) পদ |
| (iii) ধাতু | (iv) নিপাত |

(খ) তিঙ্ বিভক্তির অন্য নাম-

- | | |
|--------------------|------------------|
| (i) ক্রিয়াবিভক্তি | (ii) শব্দবিভক্তি |
| (iii) প্রাতিপদিক | (iv) অব্যয় |

(গ) বর্তমান কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়-

- | | |
|------------|-----------|
| (i) লঙ্ | (ii) লট্ |
| (iii) লৃট্ | (iv) লোট্ |

(ঘ) ভবিষ্যৎ কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়-

- | | |
|------------|---------------|
| (i) লৃট্ | (ii) লট্ |
| (iii) লোট্ | (iv) বিধিলিঙ্ |

(ঙ) তিঙ্ বিভক্তির মোট সংখ্যা-

- | | |
|----------------|--------------|
| (i) পঞ্চাশ | (ii) ষাট্ |
| (iii) একশত আশি | (iv) তেত্রিশ |

(চ) লট্ বিভক্তির উত্তম পুরুষের একবচনের রূপ-

- | | |
|----------|------------|
| (i) তস্ | (ii) বস্ |
| (iii) মি | (iv) স্যতি |

(ছ) লঙ্ বিভক্তির মধ্যম পুরুষের একবচনের রূপ-

- | | |
|------------|----------|
| (i) স্ | (ii) দ্ |
| (iii) তাম্ | (iv) অন্ |

(জ) লট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ-

- | | |
|----------------|-----------|
| (i) ভবামি | (ii) অভবৎ |
| (iii) ভবিষ্যতি | (iv) ভবতি |

(ঝ) লোট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর মধ্যম পুরুষের দ্বিবচনের রূপ-

- | | |
|-------------|------------|
| (i) ভবতম্ | (ii) ভবানি |
| (iii) ভবাবঃ | (iv) ভবেৎ |

(ঞ) লৃট্ বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর উত্তম পুরুষের একবচনের রূপ-

- | | |
|-----------------|----------------|
| (i) ভবিষ্যতি | (ii) ভবতু |
| (iii) ভবিষ্যামি | (iv) ভবিষ্যাবঃ |

তৃতীয় পাঠ

পদপ্রকরণ

শব্দ : কয়েকটি বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি একত্র হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় শব্দ। যেমন- ন্ + অ + র্ অ = নর। ল্ + অ + ত্ + আ = লতা।

কিন্তু বর্ণসমষ্টি যদি কোন অর্থ প্রকাশ না করে, তাহলে শব্দ হয় না। যেমন- ক্ + এ + ত্ + অ = কেত। এখানে কতগুলো বর্ণ একত্র হলেও এগুলো মিলিতভাবে কোন অর্থ প্রকাশ না করায় শব্দ হয়নি।

পদ : বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলা হয়। যেমন- নর + ঔ = নরৌ। এখানে ‘নর’ একটি শব্দ। এর সঙ্গে ‘ঔ’ এই শব্দবিভক্তি যুক্ত হয়ে ‘নরৌ’ পদ গঠিত হয়েছে।

পদের শ্রেণীবিভাগ : পদ পাঁচ প্রকার। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

১। বিশেষ্য

যে পদের দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, গুণ, অবস্থা, ক্রিয়া প্রভৃতির নাম বোঝায়, তাকে বলা হয় বিশেষ্য। যেমন-

ব্যক্তি : গোপালঃ, গোবিন্দঃ, সীতা ইত্যাদি।

বস্তু : বিত্তম্, জলম্, অন্নম্ ইত্যাদি।

স্থান : মথুরা, কাশী, গয়া, বৃন্দাবনম্ ইত্যাদি।

গুণ : মধুরতা, চপলতা, মহত্ত্বম্ ইত্যাদি।

অবস্থা : কৈশোরম্, যৌবনম্, দারিদ্রম্ ইত্যাদি।

ক্রিয়া : শয়নম্, গমনম্, দর্শনম্ ইত্যাদি।

২। বিশেষণ

যে পদ বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ বলে। বিশেষণ প্রধানত দুই প্রকার— নাম বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ।

নামবিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য পদের গুণ, অবস্থা প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন—

ক্লান্তঃ পথিকঃ। গভীরা রজনী। পকুম্ ফলম্।

ক্রিয়াবিশেষণ : যে পদ ক্রিয়াপদের অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন ও ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন- কোকিলঃ মধুরম্ কুজতি। বালিকা ধীরম্ গচ্ছতি।

৩। সর্বনাম

যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন- রামঃ সুশীলঃ বালকঃ। রামঃ প্রতিদিনম্ বিদ্যালয়ম্ গচ্ছতি। রামস্য চরিত্রম্ নির্মলম্। -এই তিনটি বাক্যে বারবার রামঃ পদের ব্যবহারে শ্রুতিকটু দোষ হয়। এজন্য 'রামঃ' পদের পরিবর্তে যদি সঃ (সে) এবং রামস্য (রামের) পদের পরিবর্তে তস্য (তার) পদ ব্যবহার করা হয়, তাহলে বাক্যগুলো শ্রুতিমধুর হয়। সুতরাং শ্রুতিকটু দোষ পরিত্যাগের জন্য বিশেষ্যের পরিবর্তে অন্য পদ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এখানে 'সঃ', 'তস্য' প্রভৃতি পদ সর্বনাম। বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত পদকে বলা হয় সর্বনাম।

কয়েকটি সর্বনাম পদ : তে (তারা), ত্বম্ (তুমি), যঃ (যে), কঃ (কে), কিম্ (কি), অয়ম্ (এই) ইত্যাদি।

৪। অব্যয়

অব্যয় শব্দের অর্থ 'যার ব্যয় নেই'। ব্যয় শব্দের অর্থ পরিবর্তন। সুতরাং যে পদের কখনো কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ যা সব সময় একই রূপে থাকে তাকে অব্যয় বলা হয়। যেমন অধুনা অহং গমিষ্যামি — আমি এখন যাব। তস্যাঃ মুখং পদ্মম্ ইব — তার মুখ পদ্মের মত। এখানে অধুনা এবং ইব অব্যয় পদ।

আরো কয়েকটি অব্যয় পদের উদাহরণ :

কদা (কখন), কুত্র (কোথায়), অতীব (অত্যন্ত), চ (এবং), ততঃ (তারপর), তদা (তখন) ইত্যাদি।

৫। ক্রিয়া

যার দ্বারা কোন কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন সত্যং বদ—সত্য বল। ধর্মং চর—ধর্ম আচরণ কর। বালকঃ পঠতি— বালকটি পড়ে। বালিকা চন্দ্রম্ পশ্যতি— বালিকা চাঁদ দেখে।

অনুশীলনী

- ১। শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- ২। পদ কাকে বলে? পদ কত প্রকার ও কি কি?
- ৩। বিশেষ্য কাকে বলে? পাঁচটি বিশেষ্য পদের উদাহরণ দাও।
- ৪। নামবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের পার্থক্য উদাহরণ সহ লেখ।
- ৫। সর্বনাম পদ কাকে বলে? কয়েকটি সর্বনাম পদের উদাহরণ দাও।
- ৬। অব্যয় কাকে বলে? দুটি অব্যয় পদের বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

৭। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-

- (ক) বিভক্তিযুক্ত শব্দকে কি বলে?
- (খ) মধুরতা কোন্ পদ?
- (গ) ক্রিয়াবিশেষণে কোন লিঙ্গ হয়?
- (ঘ) সর্বনাম পদ কোন্ পদের পরিবর্তে বসে?
- (ঙ) অব্যয় শব্দের অর্থ কি?

৮। সঠিক উত্তরটি লেখ :-

(ক) বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলে-

- | | |
|----------|---------------|
| (i) কারক | (ii) সন্ধি |
| (iii) পদ | (iv) প্রত্যয় |

(খ) 'কদা' একটি-

- | | |
|------------------|----------------|
| (i) বিশেষ্য পদ | (ii) অব্যয় পদ |
| (iii) সর্বনাম পদ | (iv) বিশেষণ পদ |

(গ) শয়নম্ একটি-

- | | |
|----------------|----------------|
| (i) ক্রিয়াপদ | (ii) বিশেষ্যপদ |
| (iii) অব্যয়পদ | (iv) বিশেষণ পদ |

(ঘ) 'পকুম্' একটি-

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (i) বিশেষণ পদ | (ii) বিশেষ্য পদ |
| (iii) ক্রিয়াপদ | (iv) সর্বনাম পদ |

(ঙ) পশ্যতি একটি-

- | | |
|------------------|----------------|
| (i) বিশেষ্য পদ | (ii) বিশেষণ পদ |
| (iii) সর্বনাম পদ | (iv) ক্রিয়াপদ |

চতুর্থ পাঠ লিঙ্গ প্রকরণ

‘লিঙ্গ’ শব্দের অর্থ চিহ্ন। যার দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী বুঝায় কিংবা স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নয় এরূপ বুঝায়, তাকে লিঙ্গ বলা হয়।

সংস্কৃতে লিঙ্গ তিন প্রকার (১) পুংলিঙ্গ (২) স্ত্রীলিঙ্গ ও (৩) ক্লীবলিঙ্গ।

বাংলা বা ইংরেজি ব্যাকরণে পুরুষবাচক শব্দগুলো পুংলিঙ্গ, স্ত্রীবাচক শব্দগুলো স্ত্রীলিঙ্গ এবং যেসব শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই বুঝায় না, সেগুলো ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃতে কিন্তু এভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণে স্ত্রীবাচক শব্দও পুংলিঙ্গ, পুরুষবাচক শব্দও ক্লীবলিঙ্গ এবং বস্তুবাচক শব্দও পুংলিঙ্গ হয়।

যেমন- ‘দার’ শব্দ স্ত্রীবাচক হলেও পুংলিঙ্গ, ‘মিত্র’ শব্দ পুরুষবাচক হলেও ক্লীবলিঙ্গ এবং ‘বৃক্ষ’ শব্দ বস্তুবাচক হলেও পুংলিঙ্গ।

সংস্কৃতে লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য অনেক নিয়ম আছে। এখানে সাধারণ দু একটি নিয়ম দেখান হল :

পুংলিঙ্গ

১। দেব, অসুর, স্বর্গ, গিরি, সমুদ্র ইত্যাদি অর্থ প্রকাশক সকল শব্দ পুংলিঙ্গ। যেমন—

- (ক) দেববাচক— দেবঃ, সুরঃ, অমরঃ ইত্যাদি।
- (খ) অসুরবাচক— অসুরঃ, দৈত্যঃ, দানবঃ ইত্যাদি।
- (গ) স্বর্গবাচক— স্বর্গঃ, ত্রিদিবঃ, সুরলোকঃ ইত্যাদি।
- (ঘ) গিরিবাচক— গিরিঃ, পর্বতঃ, শৈলঃ ইত্যাদি।
- (ঙ) সমুদ্রবাচক— সমুদ্রঃ, সাগরঃ, অর্ণবঃ ইত্যাদি।

২। দেবগণের নামও পুংলিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন— ইন্দ্রঃ, বিষ্ণুঃ, শিবঃ, গণেশঃ, কার্তিকেয়ঃ ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ

১। আ-কারান্ত, ঙ্গ-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- লতা, নদী, বধু ইত্যাদি।

২। ঋ-কারান্ত মাতৃ (মা), দুহিতৃ (কন্যা), স্বসৃ (ভগ্নী), ননান্দৃ (ননদ) প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- মাতা, দুহিতা, স্বসা, ননান্দা।

ক্লীবলিঙ্গ

১। মুখ, নয়ন, বন, কুসুম, ধন ও অনুবাচক শব্দগুলো ক্লীবলিঙ্গ। যেমন—

- (ক) মুখবাচক— মুখম্, বদনম্, আননম্ ইত্যাদি।
- (খ) নয়নবাচক— নয়নম্, নেত্রম্, লোচনম্ ইত্যাদি।
- (গ) বনবাচক— বনম্, অরণ্যম্, বিপিনম্ ইত্যাদি।
- (ঘ) কুসুমবাচক— কুসুমম্, পুষ্পম্ ইত্যাদি।
- (ঙ) অনুবাচক— অন্নম্, খাদ্যম্, ভোজ্যম্ ইত্যাদি।
- (চ) ধনবাচক— ধনম্, বিত্তম্, দ্রবণম্ ইত্যাদি।

লিঙ্গ পরিবর্তন

পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করতে হলে পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে প্রধানত আ ও ঙ যোগ করতে হয়। যেমন-

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অশুঃ	অশ্বা	মৃগঃ	মৃগী
প্রথমঃ	প্রথমা	ব্রাহ্মণঃ	ব্রাহ্মণী
কোকিলঃ	কোকিলা	নদঃ	নদী
কৃশঃ	কৃশা	সুন্দরঃ	সুন্দরী
দীনঃ	দীনা	কুমারঃ	কুমারী
মুষিকঃ	মুষিকা	পিতামহঃ	পিতামহী
সিংহঃ	সিংহী	মাতামহঃ	মাতামহী
ব্যাস্রঃ	ব্যাস্রী	তরুণঃ	তরুণী

অনুশীলনী

- ১। লিঙ্গ কাকে বলে? সংস্কৃতে লিঙ্গ কত প্রকার ও কি কি?
- ২। বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের লিঙ্গের পার্থক্য কি?
- ৩। উদাহরণ সহ পুংলিঙ্গ নির্দেশক প্রথম নিয়মটি উলেখ কর।
- ৪। স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশক দুটি নিয়ম উদাহরণ সহ উলেখ কর।
- ৫। **লিঙ্গ পরিবর্তন করঃ**
কৃশা, অশুঃ, মৃগী, দীনঃ, পিতামহঃ।
- ৬। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-**
(ক) 'দার' শব্দ কোন্ লিঙ্গ?
(খ) লিঙ্গ শব্দের অর্থ কি?
(গ) মুখবাচক শব্দ কোন্ লিঙ্গ?
(ঘ) গিরিবাচক শব্দ কোন্ লিঙ্গ?
(ঙ) আ-কারান্ত শব্দ কোন্ লিঙ্গ?
- ৭। **শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**
(ক) সংস্কৃতে লিঙ্গ তিন/দুই/চার/পাঁচ প্রকার।
(খ) বনবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/উভয়লিঙ্গ।
(গ) স্বর্গবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/পুংলিঙ্গ/ উভয়লিঙ্গ।
(ঘ) ঙ্-কারান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ/উভয়লিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ।
(ঙ) 'নদ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নদী/নদি/নদা/নদো।

পঞ্চম পাঠ কারক

রামঃ পঠতি- রাম পড়ছে।

উপরের উদাহরণে ‘পঠতি’ একটি ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে রামঃ। সুতরাং রামঃ পদের সঙ্গে ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ আছে।

এরূপভাবে-

ক্রিয়ার সাথে বাক্যের অন্যান্য পদের যে সম্বন্ধ থাকে, তাকে কারক বলা হয়।

কারক ছয় প্রকার- কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

১। কর্তা বা কর্তৃকারক

যিনি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন- সূর্যঃ উদেতি- সূর্য উদিত হচ্ছে। শ্যামলঃ পঠতি- শ্যামল পড়ছে।

২। কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কর্মকারক বলে। সাধারণত ক্রিয়াপদকে ‘কি’ বা ‘কাকে’ দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে কর্মকারক বলে। যেমন-

অহং জলং পিবামি- আমি জল পান করি।

মাতা পুত্রং বদতি- মা ছেলেকে বলছেন।

৩। করণকারক

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে করণকারক বলে। যেমন- অহং কর্ণেণ শৃণোমি- আমি কান দ্বারা শুনি।

বয়ং নেত্রেন পশ্যামঃ—আমরা চোখ দিয়ে দেখি।

৪। সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন-

তৃষার্তায় জলং দেহি— তৃষার্তকে জল দান কর। অনুহীনায় অন্নং দেহি—অনুহীনকে অন্ন দান কর।

৫। অপাদানকারক

একটি বস্তু থেকে অন্য একটি বস্তু পৃথক হওয়ার পর যে বস্তুটি স্থির থাকে, তাকে অপাদানকারক বলে। যেমন-

বৃক্ষাৎ পত্রং পততি- গাছ থেকে পাতা পড়ছে।

স নগরাৎ বহিঃ গচ্ছতি- সে নগর থেকে বাইরে যাচ্ছে।

৬। অধিকরণকারক

যে স্থানে, যে কালে বা বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন-

মৎস্যঃ জলে নিবসতি- মাছ জলে বাস করে।

বসন্তে কোকিলঃ কূজতি- বসন্তে কোকিল ডাকে।

সজ্জীতে নিপুণা মালবিকা- মালবিকা সজ্জীতে নিপুণ।

সংস্কৃত ৬ষ্ঠ, ফর্মা-৭

অনুশীলনী

- ১। কারক কাকে বলে? কারক কত প্রকার ও কি কি?
- ২। কর্মকারক কাকে বলে? দুটি উদাহরণ দাও।
- ৩। উদাহরণসহ অধিকরণ কারকের সংজ্ঞা লেখ।
- ৪। অপাদান কারক কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
- ৫। রেখাঙ্কিত পদসমূহের কারক নির্ণয় কর।
- (ক) অহং জলং পিবামি।
- (খ) বৃক্ষাৎ পত্রং পততি।
- (গ) শ্যামলঃ পঠতি।
- (ঘ) তুষার্তায় জলং দেহি।
- (ঙ) বসন্তে কোকিলঃ কুজতি।
- ৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-
- (ক) যিনি ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাকে কোন্ কারক বলে?
- (খ) কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কোন্ কারক বলে?
- (গ) যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে কোন্ কারক বলে?
- (ঘ) যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কোন্ কারক বলে?
- (ঙ) যে স্থানে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কোন্ কারক বলে?
- ৭। শুম্ভ উত্তরটি লেখ :
- (ক) যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলে-
- (i) কর্মকারক (ii) করণকারক
- (iii) কর্তৃকারক (iv) অপাদান কারক
- (খ) কারক-
- (i) পাঁচ প্রকার (ii) ছয় প্রকার
- (iii) সাত প্রকার (iv) তিন প্রকার
- (গ) বৃক্ষাৎ পত্রং পততি—এই বাক্যে বৃক্ষাৎ
- (i) কর্মকারকে ২য়া (ii) করণকারকে ৩য়া
- (iii) সম্প্রদান কারকে ৪র্থী (iv) অপাদান কারকে ৫মী
- (ঘ) সূর্যঃ উদেতি— এই বাক্যে সূর্যঃ
- (i) কর্তৃকারক (ii) সম্প্রদান কারক
- (iii) অধিকরণকারক (iv) অপাদান কারক
- (ঙ) মাতা পুত্রং বদতি— এই বাক্যে ‘পুত্রং’
- (i) সম্প্রদান কারক (ii) কর্মকারক
- (iii) করণ কারক (iv) অধিকরণ কারক

অভিধানিকা

অ

অধঃ- নিচে । অধ্যয়নম্ (ক্লীব)- পড়া । অভিতঃ- সম্মুখে । অশ্বঃ (পুং)- ঘোড়া ।

আ

আগচ্ছ- আসুন । আলয়ঃ (পুং)- গৃহ । আশ্রমঃ (পুং)- তপোবন ।

ই

ইদম্ (ক্লীব)- এই । ইয়ম্ (স্বত্ৰী)- এই ।

ঈ

ঈশ্বরঃ (পুং)- ভগবান ।

উ

উদ্যানে- মাঠে । উচ্চৈঃস্বরেণ- উচ্চকণ্ঠে ।

ঊ

ঊর্ধ্ব- উপরে ।

ঋ

ঋতবঃ (পুং)- ঋতুগুলি ।

এ

এতৎ (ক্লীব)- এই । এতানি (ক্লীব)- এগুলো । একঃ (পুং)- এক ।

ক

কবয়ঃ (পুং)- কবিগণ । কমলানি (ক্লীব)- পদ্মগুলো । কিরণম্ (ক্লীব)- আলো । কর্ষন্তি- কর্ষণ করে ।

খ

খগঃ (পুং)- পাখি । খাদন্তি- খায় ।

গ

গগনম্ (ক্লীব)- আকাশ । গুরু (পুং)- দুজন গুরু । গচ্ছতি- যায় ।

চ

চন্দ্রঃ (পুং)- চাঁদ । চঞ্চলা (স্বত্ৰী)- চপলা ।

ছ

ছাত্রাণাম্- ছাত্রদের । ছিনন্তি- ছেদন করে ।

জ

জীর্ণম্ (ক্লীব)- ছেঁড়া । জন্মভূমিঃ (স্বত্ৰী)- মাতৃভূমি ।

ত

তিষ্ঠতি- অবস্থান করে । তেষাম্- তাদের । তৈলম্ (ক্লীব)- তৈল ।

দ

দেবোটা (স্বত্ৰী)- দুজন দেবী । দ্বৌ (পুং)- দুই ।

ধ

ধেনবঃ (স্ত্রী)- গাভীগুলো । ধাবতি- দৌড়ায় ।

ন

নদ্যঃ (স্ত্রী)- নদীগুলো । নয়নানি (ক্লীব)- চোখগুলো ।

প

পত্রাণি (ক্লীব)- পাতাগুলো । প্রত্যহম্ (ক্লীব)- প্রতিদিন ।

ফ

ফলম্ (ক্লীব)- একটি ফল । ফলানি (ক্লীব)- ফলগুলো ।

ব

বয়ম্- আমরা । বায়ুঃ (পুং)- বাতাস ।

ভ

ভবতি- হয় । ভূষণম্ (ক্লীব)- অলংকার ।

ম

মৎস্যাঃ (পুং)- মাছগুলো । মনোহরঃ (পুং)- সুন্দর । মত্বা- মনে করে ।

য

যস্মিন্- যাতে । যুষ্মাকম্- তোমাদের ।

র

রূপাণি (ক্লীব)- রূপসমূহ । রক্ষ- রক্ষা কর ।

ল

লতে (স্ত্রী)- দুটি লতা । লতাঃ (স্ত্রী)- লতাগুলো ।

শ

শিবায়- শিবকে । শাস্ত্রম্ (ক্লীব)- শাস্ত্র । শনৈঃ- ধীরে ।

স

সম্পৎ (স্ত্রী)- ধন । স্বর্গাৎ- স্বর্গ থেকে ।

হ

হংসৌ (পুং)- দুটি হাঁস । হস্তস্য- হস্তের ।

ক্ষ

ক্ষুধার্থায়- ক্ষুধার্তকে । ক্ষেত্রাণি (ক্লীব)- ক্ষেত্রসমূহ ।

দৃষ্টব্যঃ পুং- পুংলিঙ্গ । স্ত্রী- স্ত্রীলিঙ্গ । ক্লীব- ক্লীবলিঙ্গ ।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ শ্রেণি : সংস্কৃত

ক্ষমা মহৎ গুণ ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।